রাগসংগীতের ইতিহাসে রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার ঐতিহ্য

আকলিমা ইসলাম কুহেলী*

[সারসংক্ষেপ : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে বিভিন্ন ঘরানাকেন্দ্রিক সংগীতের মধ্যে রামপুর ঘরানা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। ধারণা করা হয় রামপুর ঘরানা বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষ পর্যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলায় সহসওয়ান নগর অবস্তিত। এই সহসওয়ান নাম থেকেই রামপুর ঘরানাকে সহসওয়ান ঘরানা বলা হয়। রামপুর ঘরানা শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীত নয়, নানা প্রকার যন্ত্রসংগীত চর্চার ক্ষেত্রেও স্বনামধন্য। মূলত তানসেন বংশীয় বিভিন্ন গুণী সংগীতজ্ঞদের হাত ধরে এই ঘরানা বিস্তৃতি লাভ করে। এদের মধ্যে তানসেন জামাতা মিশ্রী সিং, নৌবৎ খাঁ ও সদারঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের দিকে ভারতবর্ষে বিদ্রোহকালীন সময়ে ইংরেজদের নানাভাবে সহায়তা করে নবাব উপাধি প্রাপ্ত তৎকালীন জমিদার নবাব ইউসুফ আলী খাঁর সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরবর্তী সময়ে তানসেনের কন্যাবংশীয় ওমরাও খাঁ'র পুত্র আমীর খাঁ এবং তানসেনের পুত্র বংশীয় বাহাদুর হোসেনের হাত ধরেই রামপুর ঘরানা বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রজন্মক্রমে এর ধারা অব্যাহত থাকে। সে সময়কার রামপুর দরবারের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উজীর খাঁ, হায়দার খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, মেহবুব বক্স খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, বুলু খাঁ, ভাইয়া সাহেব গনপত রাও, আহমেদ জান থিরকুয়া, কালে নজীর খাঁ, অচ্ছন মহারাজ, কালিকাপ্রসাদ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রসিদ্ধ সংগীত গুণীদের মধ্যে আমীর খাঁর পুত্র উজীর খাঁ অন্যতম। রামপুর ঘরানা প্রধানত তন্ত্রবাদন ঘরানা হলেও কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। এই ঘরানায় ধ্রুপদাঙ্গ রাগালাপ সংগীতচর্চার ভিত্তিস্বরূপ। এছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে দ্রুত-তান, কণ্ঠসংগীতে দ্রুত-তান, বোলতান, জোড়-বোলতানের ব্যবহার এই ঘরানার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানার গায়করা উৎকৃষ্ট তারানা গায়করূপে খ্যাত। বর্তমান প্রবন্ধে রাগসংগীতের ইতিহাসে রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

রামপুর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় গুণী সংগীতজ্ঞদের বিশিষ্ট সংগীত ধারাই রামপুর ঘরানা নামে খ্যাত। ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাদাউন জেলায় সহসওয়ান নগর অবস্থিত। এখানে অনেক দিকপাল সংগীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন। রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষপর্যায় বলে ধারণা করা হয়। তানসেন বংশীয় কয়েকজন গুণী সংগীতজ্ঞদের শিক্ষাধারায় সহসওয়ান বা রামপুর ঘরানা বিস্তার লাভ করে। তানসেন জামাতা মিশ্রী সিং তথা নৌবৎ খাঁ ও সদারঙ্গ এই তিন প্রজন্মে রামপুর ধারার বিকাশ হয়েছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও নানা প্রকার যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য রামপুর ভারতে একটি বৃহত্তম ও বিখ্যাত সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামপুর ঘরানার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সময় অনেকের মতো সহসওয়ানের দক্ষিণে অবস্থিত রামপুরের জমিদার নবাব ইউসুফ আলী খাঁ (১৮৪০-১৮৬৪) ইংরেজদের নানাভাবে সহায়তা করেন। এতে ইংরেজরা

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিদ্রোহ দমনের পর নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেন। রামপুর নবাব ইউসুফ আলী ও তাঁর বংশধরেরা অত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং রামপুরে একটি উন্নতমানের সংগীত দরবার প্রতিষ্ঠায় খুব আগ্রহী ছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি রামপুর দরবারে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদককে আমন্ত্রণ করে আনেন যাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তানসেন বংশীয় দু'জন গুণিশিল্পী। এঁদের একজন হলেন তানসেনের কন্যা-বংশের ওমরাও খাঁ'র পুত্র আমীর খাঁ যিনি বারানসী থেকে রামপুর দরবারে যোগ দিতে আসেন আর অন্যজন হলেন তানসেনের পুত্র বংশের (জাফর খাঁ-বাসৎ খাঁ'র ভাগিনেয়) বাহাদুর হোসেন যিনি কাশীর নিকটবর্তী ভাদৈ রাজসভা থেকে রামপুর আসেন। অন্যান্য যারা রামপুর দরবারে ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সংগীত পরিবার থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমীর খাঁ ও বাহাদুর হোসেনকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শিল্পীদের রামপুর দরবারে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁরা এই দুই দিকপালের কাছে সংগীতশিক্ষার সুযোগ পান। সেইসময় বংশের অতিরিক্ত কাউকে তালিম দেওয়ার রীতি না থাকলেও সংগীতপ্রেমী নবাব ইউসুফ আলীর প্রভাব ও দাক্ষিণ্যে রামপুর দরবারে তা সম্ভব হয়। তাঁর পুত্র কলবে আলী খাঁ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় পিতার চেয়েও অগ্রণী ছিলেন। ইউসুফ আলী খাঁ'র অপরপুত্র হায়দার আলী খাঁ অতি গুণিশিল্পী ছিলেন। হায়দার আলী ছিলেন বাহাদুর সেনের শিষ্য। তাঁর সাহায্যেই অন্যান্য রাজ্যের মতো রামপুর দরবারে সংগীতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন দরবারি সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উজীর খাঁ, বুনিয়দ হুসেন খাঁ, মহম্মদ হুসেন খাঁ ও হায়দার আলীর পুত্র সাদাত আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কলবে খাঁ'র পুত্র নবাব মুস্তাক আলী খাঁ মাত্র দুই বৎসর নবাবী করেন। তাঁর পুত্র নবাব হামিদ আলী খাঁ (১৮৮৯-১৯২৮) অত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর সহায়তায় পণ্ডিতজি তানসেন বংশীয় অনেক মূল্যবান সংগীত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জনা যায়। সেইসময় রামপুর দরবারে ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। যাঁদের মধ্যে উজীর খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, হায়দার খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, মেহবুব বক্স খাঁ এবং তাঁর পুত্র ইনায়ত হুসেন খাঁ, মুস্তাক হুসেন খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, বুন্দু খাঁ, ভাইয়া সাহেব গনপত রাও, আহমদ জান থিরকুয়া, কালে নজীর খাঁ, অচ্ছন মহারাজ, কালিকা প্রসাদ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (দিলীপ, ১৩৮৪)।

বাহাদুর হোসেন ছিলেন ধ্রুপদি, সুরশৃঙ্গার বাদক এবং তারানা রীতির কণ্ঠসংগীতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শিল্পী। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ বাদনের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং প্যারে খাঁ'র কাছে সেনিয়া ঘরানার ধ্রুপদের তালিম পেয়েছিলেন। বস্তুত বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষার কালে রামপুরে যে শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত হয় পরবর্তীকালে তা-ই একটি সংগীত পরিবাররূপে চিহ্নিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই গুণিজনদের সমন্বিত ধারাই রামপুর ঘরানা নামে খ্যাত হতে থাকে। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করে যে সংগীতিক পরিবার গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বহিরাগত কলাবৎদের সঙ্গে নবাব বংশীয় ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁরা দুইজন একসাথেই রামপুরে শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। বাহাদুর হোসেনের শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রধান হলেন নবাব ইউসুফ আলীর কনিষ্ঠ পুত্র হায়দার আলী। তিনি সুরশৃঙ্গার, বীণা ও ধ্রুপদ-ধামারে রামপুর ঘরানার তালিম পেয়েছিলেন। রামপুরে হায়দার আলীর মতো আর কেউই বাহাদুর হোসেনের কাছ থেকে

এমন পর্যাপ্ত বিদ্যা লাভ করেননি। নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ায় হায়দার আলী বিলসী ও বদায়ন জেলার তালুকদারি পান যার উপস্বত্ব থেকে তিনি ওস্তাদ বাহাদুর হোসেনকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতেন। বাহাদুর হোসেনের দ্বিতীয় শিষ্য ছিলেন কুতুবউদ্দৌলা। বীণা ও সেতারে তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে তালিম নেন। লক্ষ্ণৌর এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুণিশিল্পী লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারেও নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সেতারিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাহাদুর হোসেনের তৃতীয় শিষ্য ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার হদ্দু খাঁ'র জামাতা বিখ্যাত গায়ক এনায়েত হোসেন খাঁ। রামপুরে থাকাকালীন তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে বিশেষ করে তারানার শিক্ষা পান। এনায়েত হোসেন খেয়াল গাইতেন। তিনি এনায়েত হোসেনকে ধ্রুপদের তালিম না দিয়ে অনেকাংশে পাখোয়াজের বোলের ভিত্তিতে গঠিত ধ্রুপদভাঙা এবং ভারিচালের খেয়ালাঙ্গ তারানার তালিম দেন। বাহাদুর হোসেন তবলার বোলে তারানাও গঠন করেছিলেন। তাঁর রচিত তারানার বন্দিশগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে খেয়াল গায়ক বলেই এনায়েত হোসেন- বাহাদুর হোসেনের কাছে তারানার তালিম বেশী পান। এইসকল তারানা পরবর্তীকালে এনায়েত হোসেন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মুস্তাক হোসেনকে দেন যাঁকে আমরা রামপুর ঘরানাদার হিসেবে পাই উজীর খাঁ'র শিষ্যমণ্ডলীতে। পরবর্তী সময়ে এনায়েত হোসেনের জামাতা নিসার হুসেন খাঁ রামপুর ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাহাদুর হোসেনের শিষ্যদ্বয় ছিলেন প্রসিদ্ধ দুই গায়ক আলী ও ফত্তু। সংগীতজগতে তারা আলীয়া ফত্তু নামে পরিচিত। সংগীতজীবনে একসঙ্গে পথচলার কারণেই তাঁদের নাম যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়। আলীয়া ফত্তু-বাহাদুর হোসেন ছাড়া ডাগর ঘরানার বৈরাম খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। তবে হায়দার আলীর পর বাহাদুর হোসেনের শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে যিনি গণ্য তিনি হলেন এনায়েত হোসেনের ভ্রাতা এবং কুতুবউদ্দৌলার জামাতা মহম্মদ হোসেন। বাহাদুর হোসেনের নিকট বীণার তালিম এবং শ্বশুরের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মহম্মদ হোসেন রামপুর ঘরানার অন্যতম কৃতী সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা পান। এনায়েত হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলী হোসেন ছিলেন উৎকৃষ্ট বীণকার। বাহাদুর হোসেনের তালিমে তিনি অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া এই ঘরানার আবিদ আলী খাঁ তারানার শিক্ষা পান বাহাদুর হোসেনের নিকট। ১৮৭০ সালে বাহাদুর হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। আবিদ আলীর জ্ঞাতি ভ্রাতা আসাদ আলী খাঁ প্রথমে বাহাদুর হোসেনের নিকট ধ্রুপদ-ধামার ও তারানার তালিম নেন, পরবর্তীকালে কণ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি যন্ত্রসংগীত শেখেন এবং দিনাজপুরের দরবারে গিরিজানা রায়ের সময়ে সরোদবাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। আবিদ আলীর পুত্র আহম্মদ আলী তাঁর কাছে সরোদের তালিম পান এবং সরোদ বাদকরূপে দিনাজপুর ও মুক্তাগাছা দরবারে নিযুক্ত থাকেন। বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে কিছুদিন আহম্মদ আলীর নিকট সরোদ শিক্ষা গ্রহণ করেন (অমল, ১৯৯৫)।

রামপুরে আমীর খাঁ'র তালিম যারা পান তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উজীর খাঁ। তিনি পিতার বংশগত শিক্ষায় গঠিত হলেও আমীর খাঁ তাঁর তালিম সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ আমীর খাঁ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে (১৮৭৩ সালে) দেহত্যাগ করেন, যখন উজীর খাঁ'র বয়স ছিল ২২ বছর। তাঁর পিতার মৃত্যুর তিন বছর আগেই বাহাদুর হোসেন গত হয়েছিলেন। এরপর উজীর খাঁ ঘরানাদার তালিম পান হায়দার আলীর কাছে যিনি বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হলেও আমীর খাঁ'র কাছেও বীণা, ধ্রুপদ ও হোরী গানের তালিম পেয়েছিলেন। হায়দার আলীর পর

আমীর খাঁ'র শিষ্যরূপে ফিদা হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শাজাহানপুরের সরোদি পরিবারের সন্তান এবং এনায়েত আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফিদা হোসেন প্রথমে নিজ ঘরের তালিম পান এবং পরবর্তীকালে রামপুরে অবস্থান করে আমীর খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। রামপুর ঘরানার বাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল সরোদ যন্ত্রের শিল্পী হিসেবে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন।

আমীর খাঁ'র আরেক অন্যতম কৃতী শিষ্য বনিয়াদ হোসেন সারেঙ্গি বাদকরূপে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তিনি পুত্র মেহেদী হোসেনকে রামপুর ঘরানার তালিম দেন। পরবর্তীকালে মেহেদী হোসেন উজীর খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। আমির খাঁ'র অপর শিষ্যের মধ্যে মুরাদ আলী, কুতুবদ্দৌলা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছম্মন সাহেব ছিলেন বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হায়দার আলীর পুত্র। তিনি সুরশৃঙ্গারের অত্যন্ত গুণিশিল্পী ছিলেন। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ ছিল তাঁর বাদনের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বল্প পরিসরে ঠুমরী চর্চা করতেন। ঘরোয়াভাবে উজীর খাঁ ঠুমরী চর্চার পাশাপাশি 'ছতর পিয়া' ভনিতায় ঠুমরী গানও রচনা করেছেন। উজীর খাঁ'র ঠুমরীর প্রতি আগ্রহ আসে 'সনদ পিয়া' থেকে। 'সনদ পিয়া' ছিলেন রামপুর দরবারে ঠুমরী গানের প্রধান গায়ক। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র সময় তিনি এই দরবারে যোগদেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে ঠুমরী গায়ন ও ঠুমরী গান রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ দরবারের ভগ্নদশা কালে তিনি রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে চলে আসেন। তাঁর আসল নাম তবক্কুল হোসেন খাঁ হলেও গানের ভনিতায় ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতেন 'সনদ পিয়া'। সনদ পিয়া রামপুর দরবারে অবস্থান করার সময় বহু ঠুমরি রচনা করেন এবং সেইসব ঠুমরি গান তিনি দরবারে পরিবেশন করেন। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ রামপুরে সুরশৃঙ্গার ও বীণাবাদনের যে ধারা প্রবর্তন করেন তার চলন ও বাজ অনুসারেও সনদ পিয়া অনেক বন্দিশ রচনা করেন। ভারতীয় সংগীতের পুনরুদ্ধারে নিবেদিত প্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সনদ পিয়া রচিত তেমন কিছু বন্দিশও প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজি এক্ষেত্রে উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেন। উজীর খাঁ'র শিষ্যরূপে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রামপুর ঘরানার কিছু ধ্রুপদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর *ক্রমিক পুস্তক মালিকা* গ্রন্থের জন্য। পরবর্তীকালে উজীর খাঁ'র সেই ঠুমরির ধারা– সগীর খাঁ, দবীর খাঁ এবং রামপুরে ছম্মন সাহেবের শিষ্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী পর্যন্ত দেখা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রামপুরে সকলের ঠুমরি ধারার উৎসমূলে ছিল সনদ পিয়া এবং যার সূত্রপাত হয়েছিল রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে ঠুমরী পরিবেশনের মাধ্যমে। এতৎসত্ত্বেও রামপুর ঘরানার ঠুমরী গানের চর্চা অতটা জনপ্রিয় হতে পারেনি (অমল, ১৯৯৫)।

উজীর খাঁ আনুমানিক ১৮৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসুত্রেই রামপুর নিবাসী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নবাবভ্রাতা হায়দার আলীর কাছে রামপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে বারানসীতে মাতামহ সম্পর্কিত নিসার আলী, সাদিক আলী এবং বড়কু মিঞার কাছে তালিম নেন। রামপুর থেকে তিনি কাশীতে যাতায়াত করতেন। ১৮৯২ সালে কলকাতায় আগমনের আগেও তিনি রামপুর কেন্দ্রে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় সাত বছর অবস্থানের পর তিনি রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। কলকাতায় অবস্থানকালীন বেশকিছু প্রতিভাবান বাঙালি তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার শিমুলিয়া নিবাসী হাবুদত্ত নামে সুপরিচিত অমৃতলাল দত্ত (এসরাজ ও সুরবাহার বাদক, ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক এবং বিখ্যাত

সুরশৃঙ্গার বাদক), ভবানীপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদরেন্দ্র নন্দন মহাপাত্র যিনি উজীর খাঁ'র কাছে সুরবাহারের শিক্ষা পেয়েছিলেন- প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উজীর খাঁ কলকাতা থাকাকালীন আলাউদ্দিন খাঁ কিছুদিন তাঁর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন খাঁ রামপুরে গিয়ে উজির খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উজীর খাঁ ১৮৯৯ সালে রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবার পর গঠিত হয় তাঁর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী। ফলে রামপুর ঘরানার ধারা রক্ষা পায় কারণ, যেহেতু রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষ পর্যায় এবং তার বাহক হলেন স্বয়ং উজীর খাঁ, তাই তাঁর নেতৃত্বে রামপুর ঘরানা স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে থাকে। রামপুরে যাঁদের তালিম দিয়ে উজীর খাঁ শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ হোসেন (বীণকার), নাসির আলি (সেতারি, সুরবাহারি), সৈয়দ ইব্বন আলী (হারমোনিয়াম বাদক), আলাউদ্দিন খাঁ (সরোদি), আব্দুর রহিম (সেতারি), হাফেজ আলী (সরোদি), মেহেদী হোসেন (ধামার), মুস্তাক হোসেন (ধামার, আলাপ), নবাব হামিদ আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য (দিলীপ, ১৩৮৪)।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার দরবারে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় যোগ্যশিষ্য তৈরি করে তিনি আধুনিককালের সংগীতের ইতিহাসে এক সুবর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে আলী আকবর (সরোদ), রবিশংকর (সেতার), পান্নালাল ঘোষ (বাঁশি), অন্নপূর্ণা, পৌত্র আশীষ খাঁ, তিমির বরণ ভট্টাচার্য (সরোদ), আলী আহম্মদ (সেতার), বাহাদুর খাঁ, (সরোদ), রাজা রায় (সেতার), যতীন্দ্র ভট্টাচার্য (সরোদ), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (সেতার), অজয় সিংহ রায় ও বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আলাউদ্দিন খাঁ'র সামসময়িক তানসেনের কন্যাবংশের শেষ বীণকার ধ্রুপদি এবং রামপুর ঘরানার ঐতিহ্যের সমাপ্তি পর্যায়ের অন্যতম আচার্য স্থানীয় সেনিয়া ছিলেন দবির খাঁ যিনি বাংলার সংগীতসমাজে এই ঘরানাকে বহুল প্রচলিত করেন। তিনি রামপুর থেকে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তানসেন বংশের কুলপ্রদীপস্বরূপ ঘরানাদার শিক্ষার মাধ্যমে বিরাট বাঙালি শিষ্যগোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর (বীণা), কৃষ্ণচন্দ্র দে (ধ্রুপদ), বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (বীণা, ধ্রুপদ), বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় (খেয়াল), জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ), রাধিকা মোহন মিত্র (সরোদে রাগালাপ), প্রকাশ সেন (বীণা), রাজা রায় (সেতার), জিতেন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। দবীর খাঁ কলকাতাবাসী হবার কয়েক বছর পূর্বে উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি খুব বেশি সময় কলকাতায় অবস্থান করেননি। তবে তাঁর সঙ্গে কলকাতার সংগীতক্ষেত্রের একটা সংযোগ থেকে যায়। তিনি রামপুর থেকে প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। তাঁর কাছে যে ক'জন বাঙালি গুণী শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তম ঠুমরি গাইতেন এবং সেসব ঠুমরি তিনি পিতা উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

রামপুর ঘরানার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রামপুরনিবাসী মেহেদী হোসেন ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বনিয়াদ হোসেন। শুরুতে তিনি পিতার কাছেই সারেঙ্গি বাদনে শিক্ষালাভ করেন। সারেঙ্গি বাদক হলেও কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন রীতিতে মেহেদী হোসেন

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামপুর থেকে পেশাদার জীবনযাপনের জন্য কলকাতায় আসেন এবং শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। উজীর খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান উত্তরসাধক এবং প্রিয় পুত্র। কিন্তু নাজির খাঁ'র (প্যারে খাঁ) অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোকে দুই বছর পরেই উজীর খাঁ'র মৃত্যু হয় (১৮২৬)। তবে তার আগেই তিনি তরুণ পৌত্র দবীর খাঁকে যথাসাধ্য তালিম দেন। উজীর খাঁ'র মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে রামপুরের নবাব হামিদ আলীরও জীবনাবসান হওয়ায় চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয় দরবারনির্ভর রামপুর ঘরানায়। উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ এবং অন্য গুণীরা রামপুর ত্যাগ করেন। ফলে রামপুরের সংগীত দরবার নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়।

রামপুর ঘরানা প্রধানত তন্ত্রবাদ্যের ঘরানা হলেও বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য এই ঘরানা বিখ্যাত হয়। সম্পূর্ণ পদ্ধতির এবং ধ্রুপদাঙ্গ রাগালাপ এই ঘরানার সংগীতচর্চার ভিত্তিস্বরূপ। এই ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়ক নিসার হুসেন খাঁ তাঁর গায়নশৈলীতে প্রথমে আলাপ ছাড়াই দ্রুত লয়ের বন্দিশ করতেন। তারপর দ্রুততান, বোলতান, জোড়-বোলতানের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘরানার গায়নশৈলী ফুটিয়ে তুলতেন। মুস্তাক হুসেন খাঁ তাঁর গানে ছোটো ছোটো লয়কারী, আকার যুক্ত তান এবং বিভিন্ন ছন্দের লয়কারী প্রয়োগ করতেন।

এই ঘরানার গায়কির সাথে গোয়ালিয়র ঘরানার গায়কির মিল রয়েছে। জটিল তান এবং তারানা গায়কির জন্যও রামপুর ঘরানা বিখ্যাত। তবে বর্তমানে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র পৌত্র রাশিদ খাঁ রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানাদার গায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা তাঁর তালিম পূর্ণ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে স্বর প্রয়োগের মধ্যে যে আবেগ আছে তা সচরাচর এই ঘরানার অন্য ওস্তাদদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর গায়কিতে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র প্রভাব লক্ষণীয়। রাশিদ খাঁ'র বিস্তারে কিরানা ঘরানারও প্রভাব দেখা যায় কারণ তিনি অপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে স্বকীয় একটি গায়কি তৈরি করে নিয়েছেন।

ধ্রুপদাঙ্গের রাগালাপ এবং ধ্রুপদি মেজাজের গায়ন রামপুর ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতি যথেষ্ট কিন্তু সুসংগতরূপে প্রযুক্ত হয়। এই ঘরানার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট তারানা গায়করূপে বিখ্যাত। রামপুর ঘরানার গায়কির বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ঘরানা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

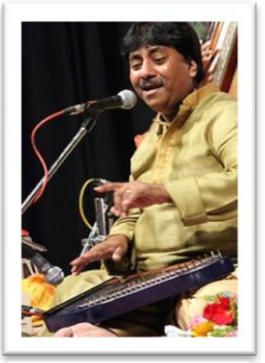
রামপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র :



ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ



ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ



ওস্তাদ রশিদ খাঁ

ছবিসূত্র

১. http://www.prasadkhaparde.com/Gharana.htm
২. https://www.discogs.com/artist/2808362-Nissar-Hussain-Khan
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Khan_(musician)#/media/File:U

সহায়কপঞ্জি

অমল দাশ শর্মা (১৯৯৫)। *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : দরবারী প্রকাশন।

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৪)। *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*। কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি.।